দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 16 MAY 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... ১

কথা!

# এমপিও বাতিলের খড়্গ

অপচয় রোধ করে সরকারী অর্থ সাশ্রয়ের উদ্যোগ সব সময়ই ভাল উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে, যদি তা যথার্থ হয়। আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি-অনিয়ম-নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা অত্যন্ত ব্যাপক। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে বেসরকারী স্কুল-কলেজকে এমপিওভুক্ত করার ঘটনা অনেক বলেই মনে করা হচ্ছে। সে ধারণা থেকে মাঝেমাঝেই সরকারী অর্থের অপচয় রোধে বেসরকারী শিক্ষকদের এমপিওভুক্তি বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। সেটা যথার্থ হলে শুধু অমানবিক আখ্যা দিয়ে সে রকম উদ্যোগকে প্রশ্নবিদ্ধ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, ইতোমধ্যেই এ উদ্যোগে দেশ জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় তিন ক্যাটাগরিতে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও (মান্থলি পেমেন্ট অর্ডার) বাতিলের উদ্যোগ নিয়েছে। এই তিনটি ক্যাটাগরি হচ্ছে : ১. শূন্যভাগ শিক্ষার্থী, ২. অপর্যাপ্ত শিক্ষার্থী এবং ৩. জনবল কাঠামোর অতিরিক্ত শিক্ষক।

দু'বছর আগের এক পরিসংখ্যানেই দেখা যাচ্ছে, এসএসসি ও এইচএসসিতে একজন ছাত্র বা ছাত্রীও পাস করেনি এমন স্কুল-কলেজের সংখ্যা ১ হাজার ৫৯৪টি। সে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থার কতটা উন্নতি হয়েছে জানা না গেলেও দেখা যাচ্ছে, ইতোমধ্যে শূন্যভাগ পাস করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষকের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এরপর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষার্থী না থাকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোঁজার কাজ চলছে। মাস তিনেক আগে প্রকাশিত তথ্য হচ্ছে, সারাদেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৭ হাজার। এখন শিক্ষক নেতারা বলছেন, সরকার প্রায় দেড় লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করতে যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, সব মিলিয়ে সে-সংখ্যা ৪০ হাজার হতে পারে। আমাদের কথা হলো, ৪০ হাজার হোক, আর দেড় লাখ হোক, অনিয়ম, দুর্নীতি, অযোগ্যতা, এসব কঠিন ব্যাধি থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এমপিও বাতিলের মতো একটি আপাত কঠোর পদক্ষেপ যেন সুফলদায়ক হয়। যেন তা কোন অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়। যেন তা খোঁড়া অজুহাতে বা অযৌক্তিকভাবে বা ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নেয়া কোন পদক্ষেপ না হয়। অবৈধভাবে এমপিওভুক্তির দরুন সরকারের প্রতিবছর যে শত শত কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে, তা যেন সাশ্রয় করা যায় এবং সে অর্থ সত্যিকার শিক্ষা উন্নয়নে ব্যয় হয়।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ থেকে এ ব্যাপারে কতগুলো মৌলিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে, যেমন অতিরিক্ত শিক্ষক যাঁদের বলা হচ্ছে, তাঁদের সবার বেলায় তা প্রযোজ্য নয়। বলা হচ্ছে, এমপিওভুক্তি বাতিলের আগে কিভাবে এমপিওভুক্তি করা হয়েছে, অপ্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার অনুমতি কে দিয়েছে, দুর্নীতির সঙ্গে কোন্ শিক্ষা কর্মকর্তা জড়িত, এসব দেখা দরকার। জনবল কাঠামোর বাইরে অতিরিক্ত শিক্ষকের সংখ্যা চূড়ান্ত করার আগে এমপিও বাতিল বাস্তবসম্মত হবে কি করে!

আমাদের মনে হয়, এসব বিষয় আমলে না নিয়ে এমপিওভুক্তি বাতিল করা হতে থাকলে তাতে সমস্যা দূর না হয়ে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। লাগামহীনভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অনুমোদন, শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিওভুক্ত করার প্রকৃত দায়ভাগ তো সরকারের দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাতন্ত্রের ওপরেই বর্তায়।

এই ভয়াবহ বেকারত্বের দেশে অকারণ বেকারত্ব বৃদ্ধি করার মতো কোন পদক্ষেপ গ্রহণ হবে হঠকারী, অবাঞ্ছিত ও আত্মঘাতী। এমপিও বাতিল বা স্থগিত ঘোষণার পদক্ষেপ বারবার গৃহীত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জিত হচ্ছে কিনা দেশবাসী তা জানতে পারছে না।